গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

স্মার্ট টেক্সটাইলে সমৃদ্ধ দেশ - বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২৩

০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র: প্রকাশনায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২৩' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম উপাদান ও বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্র শিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বস্ত্র খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে বস্ত্র খাত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট টেক্সটাইলে সমৃদ্ধ দেশ- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বস্ত্র খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে সরকারের নীতি সহায়তার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বস্ত্র নীতি, ২০১৭; বস্ত্র আইন, ২০১৮; এবং বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্প ও বায়িং হাউজের উদ্যোক্তাগণকে নিবন্ধনসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বস্ত্র খাতের দক্ষ মানব সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। করোনাকালেও গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্কট মোকাবেলায় প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতে কল্যাণ তহবিল গঠন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে। তাঁত শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতেও এর আধুনিকায়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী ও পরিবেশবান্ধব টেকসই বস্ত্র শিল্প স্থাপন, বস্ত্র খাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময়। ঢাকাই মসলিন ও জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁত, কুমিল্লার খাদি, রাজশাহীর সিল্ক এবং মিরপুরের বেনারসী শিল্প আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ সকল ঐতিহ্যবাহী বিশেষায়িত পণ্যের প্রসার বেগবান করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৪ ডিসেম্বর 'স্মার্ট টেক্সটাইলে সমৃদ্ধ দেশ - বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্য নিয়ে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতীয় বস্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার, বিশ্ববরেণ্য নেতা ও মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রশিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বর্তমান সরকার 'বস্ত্র নীতি ২০১৭', 'বস্ত্র আইন, ২০১৮' এবং 'বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১' প্রণয়ন করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ ধরনের আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বস্ত্রখাতের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭০ বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য ও বিশ্ববিখ্যাত ব্রান্ড ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধার করে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক রূপদানের জন্য 'ঢাকাই মসলিন হাউজ' স্থাপন করা হয়েছে।

সরকার গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই ও যুগোপযোগী বস্ত্রখাত তৈরির মাধ্যমে দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বস্ত্রখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০২৩' উদ্‌যাপন সফল ও সার্থক হবে এই কামনা করছি। এ ধরনের সুন্দর আয়োজনের জন্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

বস্ত্রশিল্পে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার

'স্মার্ট বাংলাদেশ' অভিমুখে বস্ত্র অধিদপ্তরের অগ্রযাত্রা

'স্মার্ট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পরিচ্ছন্ন; সুবেশ, কেতাদুরস্ত। আধুনিক বিশ্বে 'স্মার্ট জাতি' হচ্ছে একটি উদ্ভাবনী জাতি যেখানে অর্থনীতি হবে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, সমাজ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ এবং সরকার হবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে প্রযুক্তির উৎকর্ষে বিভিন্ন শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। ১৭৬০ সালে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে। তারপর ১৮৭০ সালে বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারের ফলে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব এবং ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার অর্থাৎ ষাটের দশকে ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়। সর্বশেষ এ শতকের শুরুতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জীবপ্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি, রোবটিক্স প্রভৃতি যুক্ত হয়ে শিল্প জগতে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের গোড়াপত্তন:

বাঙালি জাতির মহান শিক্ষক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন শুরু করেন তখন সমগ্র বিশ্বে তৃতীয় শিল্পবিপ্লব চলছিলো। এই ৩য় শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রযুক্তি দর্শনের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি। তিনি শিক্ষাকে বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকাস্বরূপ ও উন্নয়নের সোপান বিবেচনা করে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী সৃজনশীলতায় নাগরিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিইউ) সদস্য পদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহকেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য আদান প্রদানের অভিযাত্রা শুরু হয় এবং বাংলাদেশে সূচিত হয় ডিজিটাল বিপ্লবের মূলভিত্তি।

ডিজিটাল বাংলাদেশে হতে স্মার্ট বাংলাদেশের সূচনা:

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধমনীতে পিতার রক্ত ও অন্তরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এ রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ-এ রূপান্তরের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ও ভাবনা অনুসারে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগানো ও মেধাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে জ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণার সুযোগ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিদ্যমান উদ্যোগগুলোর সঙ্গে নতুন উদ্যোগের সংমিশ্রণে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকার করেছে সরকার। বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগামী দেশগুলোর উত্তম পদক্ষেপগুলো যাচাই করে ৪র্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বলতে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তোলাকে বুঝানো হয়েছে। স্মার্ট সিটিজেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে তথ্য ও পরিষেবায় সহজবোধ্য অ্যাকসেস সক্ষম, শ্রমবাজারে অবাধ সুযোগ গ্রহণে সক্ষম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। স্মার্ট গভর্নমেন্ট হবে এমন একটি সরকার যেটি হবে স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান করে। স্মার্ট অর্থনীতি বলতে নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সম্পদের দক্ষতা, স্থায়িত্বে একটি টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। সমাজের মানুষ যখন তাদের দৈনন্দিন সব কাজ প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করে, তখন সে সমাজকে স্মার্ট সোসাইটি বলে। এরই মাধ্যমে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতের চিত্র:

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময়। বস্ত্রখাত দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার বিগত এক যুগে যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করায় শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ হচ্ছে। এছাড়া সরকারের বিনিয়োগ সহায়ক শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ, উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন উদ্যোক্তাবান্ধব ও সৃজনশীল কর্মসূচি এদেশে বস্ত্রশিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে বস্ত্রখাত আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে শুধু জাতীয় অর্থনীতিকেই সমৃদ্ধ করেনি, একই সঙ্গে নিশ্চিত করেছে অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান। এ শিল্প প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে প্রায় এক কোটি মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। পোশাক শিল্পের হাত ধরেই দেশের অর্থনীতিতে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ সবুজ শিল্পায়নের পথে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ২০০টি সবুজ কারখানার আবাসস্থল। বিশ্বের শীর্ষ ১৫টি লিড গ্রিন কারখানার মধ্যে ১৩টিই বাংলাদেশের। দেশে পোশাক ও বস্ত্রখাতের বর্জ্যগুলোকে রিসাইকেল করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য সার্কুলার ফ্যাশন বা সার্কুলারিটি নিয়ে বস্ত্র কারখানাগুলো কাজ করছে। গত একযুগে রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাকের পাশাপাশি এর ব্যাকওয়ার্ড শিল্প যেমন স্পিনিং, নিটিং, উইভিং, ডাইং, প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারি, ফিনিশিং, এক্সেসরিজ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনে এক নিরব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ১৭০ বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া ঢাকাই মসলিন পুনরুদ্ধার করে দেশের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বাংলাদেশের এই সোনালী ঐতিহ্যকে বাণিজ্যিক রূপদানের জন্য ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জ উপজেলায় ঢাকাই মসলিন হাউজ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে ১২০ একর জমির উপর শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। রেশম গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও রেশম চাষীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

স্মার্ট বস্ত্রখাত গঠনের জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা। বস্ত্রশিল্পের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পূর্ণ সুবিধাদি গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সক্ষম বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্বমানের দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীনে সারা দেশে আধুনিক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট নির্মিত হয়েছে, যা সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন বস্ত্র-প্রকৌশলী ও বস্ত্র-উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও যুগোপযোগী নেতৃত্বে বস্ত্র খাতও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বস্ত্র অধিদপ্তরের ভূমিকা:

দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদাভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির নিমিত্ত বস্ত্র অধিদপ্তর বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বস্ত্রখাতের টেকসই উন্নয়নে প্রণীত বস্ত্রনীতি ২০১৭, বস্ত্র আইন ২০১৮ এবং বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা ২০২১ অনুযায়ী বস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীগণকে প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ আনুষাঙ্গিক সকল সেবা, সুবিধা, অনুমতি, ছাড়পত্র, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি বস্ত্র অধিদপ্তর ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের মাধ্যমে দ্রুত নিশ্চিত করছে। বস্ত্র অধিদপ্তরের সকল সেবা একই প্লাটফর্ম হতে প্রদানের জন্য সরকারি পোর্টাল 'মাইগভ' এর মাধ্যমে প্রদান করার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মোঃ নূরুজ্জামান
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব), বস্ত্র অধিদপ্তর

বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশের পাশাপাশি বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বস্ত্র অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করাটা অত্যন্ত জরুরি। বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বস্ত্রশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরি করছে। এ সকল দক্ষ জনবল দেশে ও বিদেশে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশে কর্মরত বিদেশি জনবলকে প্রতিস্থাপন করছে। বস্ত্রখাতে বিভিন্ন লেভেলে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯১১ সাল হতে ১৯২৯ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা হয় (যেগুলো পরবর্তীতে ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয়, জেলা বয়ন বিদ্যালয়, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়।) এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে ঢাকার নারিন্দাস্থ ব্রিটিশ স্কুল অব উইভিং তেজগাঁও-এ ১৯৫০ সালে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তিতে ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটিকে "বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে" উন্নীত করেন। ২০০৬ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৯ (নয়)টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ১৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালে ২৭টি বয়ন বিদ্যালয়কে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীনে ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে এসএসসি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন ৬টি বস্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন এবং আরো ১৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বস্ত্র অধিদপ্তর ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্লেন্ডেড শিক্ষা কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ব্লেন্ডেড কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহায়তায় বিদ্যমান ৪টি টেকনোলজিকে নতুন ৮টি স্পেশালাইজেশন চালু করা হয়েছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে। টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসমূহের শিক্ষার্থীদের চাকুরির বাজারে প্রবেশ সহজতর করার জন্য দৈত সনদায়ন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। বস্ত্র উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক পরীক্ষাগারের সুবিধা সৃষ্টির জন্য এডিবি-এর সহায়তায় বস্ত্র অধিদপ্তর Smart Textile Technology living lab প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা:

বস্ত্র অধিদপ্তরে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন বিষয়ক একটি সাধারণ কমিটি এবং একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বস্ত্র অধিদপ্তরের করণীয়" শীর্ষক একটি কর্মশালা বস্ত্র অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বস্ত্রখাতের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বস্ত্র অধিদপ্তরের স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক গঠিত কমিটি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বস্ত্র অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (ডিসেম্বর/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত):
(ক) বস্ত্র খাতের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন করা।
(খ) পুরাতন ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর মেশিন স্থাপন ও ৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের কারখানায় প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।

স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত):
(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতি সম্পন্ন ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন।
(খ) বস্ত্র অধিদপ্তরের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ অনলাইনে সম্পন্ন করার নিমিত্তে অনলাইন সিস্টেম চালু।

মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত):
(ক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন
(খ) ৯টি ইন্সটিটিউটসমূহে কমপক্ষে একটি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ স্থাপন।
(গ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্মার্ট শিক্ষা উপকরণ প্রদান।
(ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে Digital Job platform তৈরি করা এবং job fair এর আয়োজন করা।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জানুয়ারি/২০৩১ হতে ডিসেম্বর/২০৪১ খ্রি. পর্যন্ত):
(ক) বস্ত্র অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় Research, Development and Innovation Center স্থাপন
(খ) বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের শিল্পবিপ্লব উপযোগী আধুনিক/স্মার্ট/রোবোটিক্স ল্যাব স্থাপন

**কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের করণীয়